মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৪৫০

পর্ব-১০: আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالٰى)

পরিচ্ছেদঃ ৫. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - বিভিন্ন সময়ের পঠিতব্য দু'আ

আরবী

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تكلَّم بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ: إِنْ تُكُلِّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تُكُلِّمَ بِشَرٍّ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ

বাংলা

২৪৫০-[৩৫] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন মাজলিসে (বৈঠকে) বসতেন অথবা সালাত আদায় করতেন, তখন কিছু কালাম (বাক্য) পড়তেন। একদিন আমি ঐ সব কালাম সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (মাজলিসে) যদি কল্যাণকামী আলোচনা হয় তবে তা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত 'মুহর' হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি (মাজলিসে) অকল্যাণকর আলোচনা হয় তবে তা তার জন্য কাফফারার মধ্যে গণ্য হবে। কালামটি হলো, ''সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা, লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'' (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই ও তওবা্ করি।)। (নাসায়ী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : নাসাযী ১৩৪৪, আহমাদ ২৪৪৮১, বায়হাক্বী-এর শু'আবূল ঈমান ৬২০, সহীহাহ্ ৩১৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৫১৮।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (كَانَ كَفَّارَةً لَهُ) অর্থাৎ- বৈঠকে যে আপত্তিকর, ভুল, অনিষ্টতা ভুল কথা বলেছে। অর্থাৎ- উক্ত বৈঠকে যে পাপ অর্জিত হয়েছে তার ক্ষমা হবে এ দু'আ বলার মাধ্যমে। অতএব কোন বৈঠক অর্থাৎ- যে কোন বৈঠক শেষে

মানুষের জন্য মুস্তাহাব হবে উল্লেখিত দু'আ "সুবহা-নাকা....." পাঠ করা।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57010

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন